ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব

অতীতের যে সকল বস্তু বা সামগ্রী যা বর্তমানে মূল্যবান সম্পদ রূপে বিবেচিত হয় এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করা হয় তাকে বলা হয় ঐতিহ্য। ঐতিহ্য শব্দটি ইংরেজিতে বলা হয় Heritage, শব্দটির প্রাথমিক ব্যুৎপত্তি লাতিন শব্দ 'Hered' বা 'Heres' যার অর্থ 'Heir'; সেখান থেকে প্রাচীন ফরাসি শব্দ 'Heriter'-এর উদ্ভব, যার থেকে ইংরেজি শব্দ Heritage'-এর আগমন। ঐতিহ্য প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বিদ্যমান পরম্পরা বা সম্পত্তি বা আধার যা পূর্বসূরীগন কর্তৃক তাদের উত্তরাধিকারীর নিকট অর্পিত হয়ে থাকে।

মানব সভ্যতা ও সমাজ-সংস্কৃতির বিবর্তনমূলক ধারাবাহিকতার অন্বেষন ও উন্মোচনে ঐতিহ্যের সংরক্ষণ একান্ত স্বাভাবিক অভিপ্রায়। মূর্ত হোক বা বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য জাতি বা মানবগোষ্ঠীর এগিয়ে চলার পথে অনুপ্রেরণার কাজ করে, উৎসাহ যোগায়। সৃষ্টিশীলতার উৎসের সন্ধান ঐতিহ্যের মধ্যে দিয়েই সাধিত হয়ে থাকে। পূর্বপুরুষদের সৃষ্টি, কাজ, জীবনচর্যা ও জীবনধারণ, ভাবনা ও মনন সব কিছুরই ধারক ও বাহক রূপে জীবন্ত হয়ে থাকা চলমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা পরম্পরাগুলি মূলত ইতিহাসের আলোকময় দিকগুলিকে প্রতীয়মান করে, বর্তমান জীবনে অতীতের ধারাবাহিক প্রবহমানতা ও সম্পর্ককে প্রকাশিত করে।

UNESCO -এর সনদে বলা হয়েছে যে, "Heritage is our legacy from the past, what we live with today, and what we pass on to future generations', ঐতিহ্যকে সংজ্ঞায়িত করে লেখা হয়েছে "expression of the ways of living developed by a community and passed on from generation to generation, including customs, practices, places, objects, artistic expression and values", বস্তুতপক্ষে ঐতিহ্য হল irreplaceable sources of life and inspiration.

কোন সংস্কৃতির অতীত থেকে বর্তমানে বিবর্তনের ধারা বুঝতে গেলে অতীতের পাতা থেকে সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতির চিহ্নগুলিকে অনুধাবন করতে হয় এবং তা একমাত্র সম্ভব হয়ে ওঠে ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও চর্চার মধ্যে দিয়ে। ভারতের প্রথম নাগরিক সংস্কৃতির চিহ্ন বহন করছে হরপ্পা সভ্যতার নগর কেন্দ্র গুলির ধ্বংসাবশেষ গুজরাটের ধোলাভিরা প্রত্নস্থল বা রাজস্থানের কালিবঙ্গান এর প্রত্নস্থল সেই কারণে ঐতিহ্য রূপে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কারন তা হরপ্পা সভ্যতার নগর সংস্কৃতিকে বর্তমান ও পরবর্তী প্রজন্মের মানুষের কাছে উপস্থাপিত করে। আগ্রার তাজমহল, দিল্লির লাল কেল্লা বা ফতেপুর সিক্রি যেভাবে জীবিত রাখে মুঘল স্থাপত্য ও শিল্প রীতিকে।

ঐতিহ্যকে সংরক্ষণের মাধ্যমে মূর্ত ও বিমূর্ত অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে না পারলে কোনভাবেই অতীতের স্থপতি, ভাস্করদের সৃষ্টি পরবর্তী প্রজন্মের মানুষের কাছে অদেখা, অজানা ও অচেনা থেকে যেত। অজন্তার গুহাচিত্রগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক নিরীক্ষণের আধিকারিক ও কর্মীবৃন্দ নিরলস ও নিরন্তর প্রয়াস চালান কারণ প্রায় ১৫০০ বছর আগে আমাদের দেশের পূর্বপুরুষ শিল্পীগণ যে অসাধারন দক্ষতা, নিপুনতা ও শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে চিত্র বা ভাস্কর্যগুলি নির্মাণ করেছেন সেগুলিকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য টিকিয়ে রাখা একান্ত জরুরি।

মানব সভ্যতার ইতিহাস চর্চার গতিকে ত্বরান্বিত করতে ঐতিহ্যের সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজনীয়। মূর্ত সকল built heritage আমাদের দেশের সংস্কৃতির অমূল্য চিহ্ন, এগুলি নষ্ট হয়ে গেলে বা মলিন হয়ে গেলে বা ধ্বংস হয়ে গেলে আমাদেরই ক্ষতি, জাতি তথা দেশের ইতিহাসচর্চার ক্ষতি এবং এই ক্ষতি অপূরণীয়। ইতিহাস যদি মানবসভ্যতার অ্যালবাম হয় তাহলে ঐতিহ্য হলো ওই অ্যালবাম এর পাতা থেকে নেওয়া স্মৃতিমেদুর ও দৃষ্টিনন্দন কিছু ছবি। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা ঐতিহ্যবাহী সকল সৌধই ঐতিহাসিক সত্ত্বা নিয়েই জীবন্ত; সে কেবল নিথর, নিষ্প্রাণ, নীরব কিছু পাথরের সমষ্টি নয়; অতীতের প্রতিনিধি হয়ে সে বর্তমানের সাথে কথোপকথনে মাধ্যমে অতীত সংস্কৃতিকে উন্মোচিত করে।

সংরক্ষিত ঐতিহ্যের মধ্যে দিয়ে কেবল ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রকাশিত হয় না অতীত হয়ে ওঠে স্পর্শযোগ্য। সেই স্পর্শ দেশ ও জাতির সাংস্কৃতিক চেতনাকে জাগ্রত করে ইতিহাস সচেতন করে তোলে।

কেবলমাত্র সংরক্ষনশীল মূর্ত ঐতিহ্যগুলিই যে অতীতের সংস্কৃতিকে স্পর্শযোগ্য করে তোলে তা নয়, বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা পরম্পরাও অতীতকে প্রকাশিত করে, পূর্বপুরুষদের কাজ ও চিন্তাভাবনাকে বুঝতে সাহায্য করে।

গবেষণামূলক কাজের জন্য ঐতিহ্য সংরক্ষণের একান্ত প্রয়োজন। সাম্প্রতিক সময়কালে ইতিহাস ও পুরাতাত্ত্বিক চর্চায় ethno archaeology নামক একটি বিষয় ব্যবহৃত হয় যা আদতে কোন একটি living tradition বা সজীব কোন প্রথা বা আচারের বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে সংশ্লিষ্ট আচার বা প্রথার রূপটিকে অনুমান করার গবেষণামূলক প্রয়াস।

কোন প্রথা বা শৈলী বা প্রথা বা আচার বংশপরম্পরায় বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সংশ্লিষ্ট মানবগোষ্ঠী বা ওই অঞ্চলের মানুষই প্রয়োজনের ভিত্তিতে বাঁচিয়ে রাখে নিজেদের জীবনযাত্রা ও জীবনচর্যার স্বার্থে,তা বোঝার জন্য ঐতিহ্য সংরক্ষণ প্রয়োজনীয়। যুগ যুগ ধরে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন পরিমার্জন বিবর্তনকে সঙ্গী করে বেঁচে থাকা প্রথা অতীতের

Scanned by CamScanner

উত্তরাধিকারকে সূচিত করে, তা সে কোন ধ্রুপদী ঘরানার সংগীত হোক বা ভারতনাট্যমের মতো নৃত্য হোক বা ঢোকরার ধাতব শিল্পের কারিগরি হোক। এই দিক দিয়ে বিচার করলে বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও কোন একটি বিশেষ অঞ্চল বা মানবগোষ্ঠীর বা সমাজের অতীতকে মূর্ত করে প্রকাশিত করে।

সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা বা চলমানতা- এর গুরুত্বের প্রকাশ ঘটায় সংরক্ষিত ঐতিহ্য । উদাহরণ হিসাবে মেলা বা উৎসবের কথা বলা যেতে পারে, যেগুলি সাংস্কৃতিক বৈচিত্র তথা প্রাণবন্ততা প্রদর্শন করে। বিশ্বে ধর্মীয় সংস্কার বা বিশ্বাসের বৃহত্তম বহিঃপ্রকাশ ঘটে এই মেলার মধ্যে দিয়ে।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্যতম মেলা বা উৎসবগুলি নিশ্চিতভাবেই মানুষের ধর্মীয় আবেগ ও পরম্পরাগত ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটায়। ঐতিহ্যের সংরক্ষণের মধ্যে দিয়ে অধিবাসীগণ তাদের পরম্পরাগত ঐতিহ্যের বিশেষ বিশেষ দিকগুলোকে তুলে ধরার সুযোগ পান।

মেলা বা উৎসবের মতো বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলির সচলধারা বজায় রাখার মধ্যে দিয়ে সামাজিক মেলবন্ধনের প্রয়াসকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়। এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত সদর্থক ভূমিকা পালন করে থাকে- হোলি হোক বা দ্বীপাবলি, দূর্গা পূজার পর বিজয়া হোক বা ঈদ, খ্রিষ্টমাস হোক বা বুদ্ধ পূর্ণিমা প্রত্যেক উৎসবের মূল লক্ষ্য মানবতার বন্ধনকে সুদৃঢ় করা, নিজেদের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় করা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও সৌভ্রাতৃত্বের পরিবেশ রচনা করা। ধর্মীয় মেলবন্ধন ও ঔদার্যের এই অপরূপ দৃষ্টান্তগুলো স্থাপনের ক্ষেত্রে উৎসব বা মেলার জুড়ি মেলা ভার।

কোনও অতীত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য মানব সমাজের দর্পন স্বরূপ,সেটি যাতে বিলুপ্ত হয়ে না যায় তার জন্য তা সংরক্ষণ আবশ্যক।

ঐতিহ্যের সংরক্ষণ সাথে সাথে সংরক্ষণ স্থান গুলিতে জনসমাগম ঘটে এবং কালক্রমে তা পর্যটন কেন্দ্রের রুপ লাভ করে। যার ফলে ঐতিহ্য বিজড়িত স্থানটি বানিজ্যিক তথা অর্থনৈতিক দিকদিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সেখানে আঞ্চলিক ঐতিহ্যগত হস্তশিল্প গুলি বিক্রয় করে অসংখ্য মানুষ অন্নের সংস্থানে সক্ষম হয়।

ঐতিহ্যগুলি মানবগোষ্ঠী বা জাতিগোষ্ঠীকে তার সত্ত্বার সঙ্গে পরিচিত করে, মানব মনে ঐক্যের মূল্যবোধ গ্রথিত করে। বিকশিত করে সংস্কৃতি মননকে।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে, চিত্তাকর্ষক ও নান্দনিক ব্যঞ্জনা তথা সংস্কৃতির সৃষ্টিমূলক সৌন্দর্যকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বাঁচিয়ে রাখা ও অগনিত মানুষের কর্মসংস্থান ও জীবিকার ক্ষেত্রটিকে প্রবাহমান রাখার জন্য অতীত সংস্কৃতি তথা ঐতিহ্যের সংরক্ষণ একান্ত আবশ্যক।

Scanned by CamScanner